

🗏 আল-জাসিয়া | Al-Jathiya | ٱلْجَاثِيَة

আয়াতঃ ৪৫: ২৩

💵 আরবি মূল আয়াত:

اَفَرَءَيتَ مَنِ اتَّخَذَ اللهَ هُ هَوْنهُ وَ اَضلَّهُ اللهُ عَلَى عِلمٍ وَّ خَتَمَ عَلَى سَمعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُوةً اَ فَمَن يَّهدِيهِ مِن بَعدِ اللهِ اَ اَفَلَا وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُوةً اَ فَمَن يَّهدِيهِ مِن بَعدِ اللهِ اَ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

তবে তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়াত করবে? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? — আল-বায়ান

তুমি কি লক্ষ্য করেছ তার প্রতি যে তার খেয়াল-খুশিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে পথভ্রম্ভ করেছেন আর তার কানে ও দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চোখের উপর টেনে দিয়েছেন পর্দা। অতঃপর আল্লাহর পর আর কে (আছে যে) তাকে সঠিক পথ দেখাবে? এরপরও কি তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করবে না? — তাইসিক্রল

তুমি কি লক্ষ্য করছ তাকে, যে তার খেয়াল খুশীকে নিজের মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব, কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? — মুজিবুর রহমান

Have you seen he who has taken as his god his [own] desire, and Allah has sent him astray due to knowledge and has set a seal upon his hearing and his heart and put over his vision a veil? So who will guide him after Allah? Then will you not be reminded? — Sahih International

২৩. তবে কি আপনি লক্ষ্য করেছেন তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আর তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে বিদ্রান্ত করেছেন(১) এবং তিনি তার কান ও হৃদয়ে মোহর করে দিয়েছেন। আর তিনি তার চোখের উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পরে কে তাকে হেদায়াত দিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?



(১) এই বাক্যাংশের একটি অর্থ হতে পারে এই যে, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে সে ব্যক্তিকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কেননা সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাস হয়ে গিয়েছিলো। আরেকটি অর্থ হতে পারে এই যে, সে তার প্রবৃত্তির ইচ্ছা ও কামনা-বাসনাকে ইলাহ বানিয়ে বসেছে। এ বিষয়টি জেনে আল্লাহ তাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। [দেখুন: কুরতুবী]

তাফসীরে জাকারিয়া

- (২৩) তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য করে নিয়েছে?[1] আল্লাহ জেনেশুনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন[2] এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন[3] এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা।[4] অতএব, আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে?[5] তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? [6]
 - [1] তাই সেটাকেই সে ভাল মনে করে, যেটাকে তার প্রবৃত্তি ভাল মনে করে এবং সেটাকেই সে মন্দ মনে করে, যেটাকে তার প্রবৃত্তি মন্দ মনে করে। অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যাবতীয় বিধি-বিধানের উপর স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদাকে প্রাধান্য এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে বেশী গুরুত্ব দেয়। অথচ জ্ঞান-বুদ্ধিও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অথবা স্বার্থপরতার শিকার হয়ে প্রবৃত্তির মত ভুল ফায়সালাও করতে পারে। একটি অর্থ এর এই করা হয়েছে; যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণকৃত পর্থনির্দেশ ও দলীল ছাড়াই স্বীয় মনমর্জির দ্বীন অবলম্বন করে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এ থেকে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে পাথর পূজা করত। যখন তুলনামূলক কোন সুন্দর পাথর পেয়ে যেত, তখন সে পূর্বের পাথরকে ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় পাথরটিকে উপাস্য বানিয়ে নিত। (ফাতহুল ক্যাদীর)
 - [2] অর্থাৎ, তিনি জানেন যে, সে এই স্রস্টুতার উপযুক্ত। অথবা অর্থ এই যে, জ্ঞান এসে যাওয়া এবং হুজ্জত কায়েম হয়ে যাওয়ার পরও (জেনেশুনে) সে স্রস্টুতার পথ অবলম্বন করে। যেমন, নিজেকে বড় জ্ঞানী মনে করে এমন বহু অহংকারী স্রস্টু আলেমদের অবস্থা; তারা স্রস্টু হয়। মতামত তাদের ভিত্তিহীন হয়়, কিন্তু 'আমার মত বড় পন্ডিত কেউ নেই' মনে করার এই অহমিকায় তারা নিজেদের দলীলাদিকে এমন মনে করে, যেন তা আসমান থেকে পেড়ে আনা তারকা। এইভাবে জেনেশুনে তারা কেবল নিজেরাই স্রস্টু হয় না, বরং অন্যদেরকেও স্রস্টু করে গর্ববাধ করে। النَّائِخُونُدُ بِاللهِ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ السَّقِيْمِ وَالْعَقْلِ الزَّائِعُ الْتَالِةِ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ السَّقِيْمِ وَالْعَقْلِ الزَّائِعْ السَّقِيْمِ وَالْعَقْلِ الزَّائِعِ السَّقِيْمِ وَالْعَقْلِ الزَّائِعِ الْمَالِيَّ وَالْفَهُمِ السَّقِيْمِ وَالْعَقْلِ الزَّائِعِ السَّقِيْمِ وَالْعَقْلِ الزَّائِعِ الْمَالِيَّ وَالْفَهُمِ السَّقِيْمِ وَالْعَقْلُ الْعَلْمِ الْمَالِيَّ وَالْعَالِيَّ وَالْعَقْلُ الْعَلْمِ الْمَالِمِيْ وَالْعَلْمِ الْمَالِيَّ وَالْعَلْمِ الْمَالِيَّ وَالْعَلْمُ الْمَالِيَّ وَالْعَلْمُ الْمَالِيَّ وَالْعَلْمُ الْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْعَلْمُ الْمَالِيَّ وَالْعَلْمُ الْمَالِمُ وَالْمَعْمُ وَالْعَلْمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْعَلْمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَيْكُولُ الْمُلْمِ الْمَالِمُ وَالْعَلْمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالْمِ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالْمِ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِمُ و
 - [3] যার কারণে ভালো কথা শোনা থেকে তার কান এবং হিদায়াত গ্রহণ করা হতে তার অন্তর বঞ্চিত হয়ে গেছে।
 - [4] তাই সে সত্য দেখতেও পায় না।
 - [5] যেমন বলেছেন, الأعراف (الأعراف) ﴿ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴾ (الأعراف) যেমন বলেছেন, الأعراف)
 - [6] অর্থাৎ, চিন্তা-ভাবনা করবে না? যাতে প্রকৃত ব্যাপার তোমাদের কাছে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে যায়।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান



👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন